টেলিস্কোপ

‘শটের ফাঁকে পড়ে নিই’

টেলিভিশনের অতি পরিচিত মুখ, বড় পর্দাতেও তার দৌরাত্ম্য কম নয়। ছোট ও বড় পর্দার তাবড় শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করে ফেলেছে ক্লাস ফাইভের ছাত্র স্যমন্তক দ্যুতি মৈত্র। তার কথা শুনে লিখছেন নবনীতা দাশগুপ্ত।

‘ভানুমতীর খেল’ ধারাবাহিকের টিনিটিনের টকস টকস কথায় কাত হয়ে যাচ্ছেন দর্শক। কিন্তু ম্যাজিকটা কিছুতেই শেখা হচ্ছে না তার। রুবেল দাদা (মেঘরাজ) শিখিয়ে দেবে বলেও শিখিয়ে উঠতে পারছে না শুটিংয়ের চাপে। অগত্যা কলকাতার দাসানি স্টুডিয়োতে কেটে যায় তার। প্রায় প্রতিদিনের টেলিকাস্টেই দেখানো হয় তাকে। স্যমন্তকের দাদু রথীন্দ্রনাথ মৈত্র এককালে নাটক করতেন চুটিয়ে। বিভিন্ন চ্যানেলের মানুষদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেই সূত্র ধরেই স্যমন্তকের প্রথম আত্মপ্রকাশ স্বয়ংসিদ্ধা ধারাবাহিকে। এরপর থেকে চলতে থাকে একটার পর একটা কাজ। কম নয় তার অভিনীত ধারাবাহিকের সংখ্যা। ‘মেম বউ’, ‘আজ আড়ি কাল ভাব’, ‘মীরা’, ‘ঠিক যেন লাভ স্টোরি’, ‘কিরণমালা’, ‘মন নিয়ে কাছাকাছি’, ‘রাজযোটক’, ‘দুর্গা’, ‘মনের ময়ূর’, ‘হারানো পাখি নিরুদ্দেশ’, ‘শেষ থেকে শুরু’, ‘জয় কালী কলকাত্তাওয়ালি’, ‘রেশম ঝাঁপি’, ‘ভানুমতীর খেল’ এতগুলো কাজ করা হয়ে গিয়েছে তার। ছবির কথাও না বললেই নয়। ‘আমি শুধু চেয়েছি তোমায়’, ‘কাচের দেয়াল’, ‘মাছের ঝোল’, ‘মায়াজালের খেলা’, ‘চতুরঙ্গ’ এবং সম্প্রতি ‘গুডনাইট সিটি’ ছবিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা গিয়েছে তাকে। আর এই মুহূর্তে অর্জুন দত্ত পরিচালিত ‘অব্যক্ত’ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত সামন্তক। তিনটি শর্ট ফিল্মেও কাজ করে ফেলেছে এই খুদে শিল্পী।

তা হলে তো পড়ার জন্য একদমই সময় পাও না? জিজ্ঞেস করলে স্যমন্তক বলে–‘আমি শুটিংয়ে বই নিয়ে যাই। শটের ফাঁকে ফাঁকে পড়ে নিই। মা পড়াও ধরে নেয়।’ স্কুলে সবাই জানে তার অভিনয়চর্চার কথা। তাই ছাড় মেলে সেখানেও। স্কুল তাকে বলেছে না এলে ক্ষতি নেই রেজাল্ট ভাল করতে হবে। জানা গেল স্যমন্তকের অবশ্য রেজাল্ট ভালই হয়। তাই তাকে আর স্কুলে কোনও অসুবিধায় পড়তে হয় না। টিচাররা তার অভিনয়ের প্রশংসাও করেন। আর বন্ধুরা বলে, এই আমাদেরও একটু সুযোগ করে দে না প্লিজ। আমরাও একটু অভিনয় করব। বলা ভাল সোনারপুর শিশু নিকেতন স্কুলে স্যমন্তককে সবাই এখন এক ডাকে চেনে।

এহেন স্যমন্তকের পছন্দের অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী আর কৌশিক সেন। সব্যসাচী আঙ্কলকে সে আসল ফেলুদাই মনে করে।

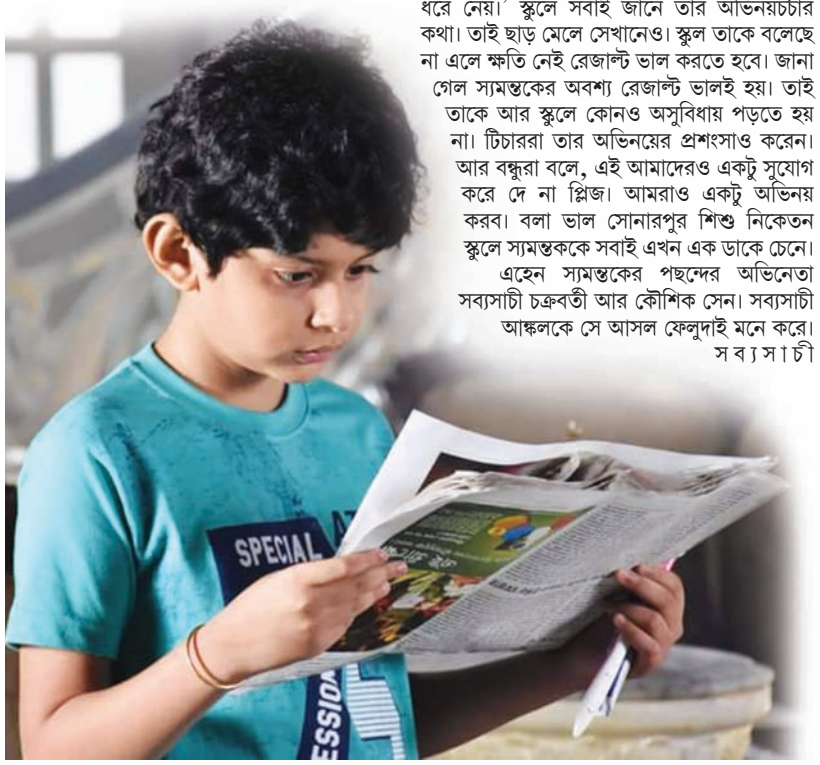

সব্যসাচী চক্রবর্তী আর কৌশিক সেনের সঙ্গে অভিনয় করতে চায় সে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করে ফেলেছে এই ছোটে ওস্তাদ। ছবি আঁকা, বই পড়া এবং মোবাইলে গেম খেলতে ভালবাসে সে। আর ভালবাসে ব্যাডমিন্টন খেলতে। চলতি বছর ফুটবল বিশ্বকাপে ব্রাজিলকে সাপোর্ট করছে স্যমন্তক। নেইমার তার পছন্দের খেলোয়াড়। আর প্রিয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তার দাদাই মনে হয়। কারণ সে কখনও তাঁর খেলা দেখেনি। দেখেছে দাদাগিরি। তাই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তার কাছে শুধুই দাদা। ‘শুনেছি দাদা খুব ভাল খেলতেন। আমি তো দেখিনি।’ একেই বলে সরল শিশু মন, না দেখে কোনও কিছু নিয়ে মন্তব্য তার ধাতে নেই।

বড় হয়ে সে শুধু অভিনেতাই নয়, পুলিশ অফিসারও হতে চায়। দু’দিক তুমি সামলাবে কীভাবে? জানতে চাইলে তার উত্তর ‘এখনও পড়াশোনা আর অভিনয় একইসঙ্গে করছি। অসুবিধা হচ্ছে না তো। তখন তো আর পড়াশোনা থাকবে না, ঠিক সামলে নেব।’ অকপট স্যমন্তক, এমনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শ্রী কৃষ্ণের একটি মণির নাম ছিল সামন্তক। আর তার দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে চায় স্যমন্তক দ্যুতি মৈত্র।

মেক–আপ

শ্রীদেবী ও নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি অভিনীত ‘মম’ ছবিটির সঙ্গে একটি যোগসূত্র তৈরি হয়েছে ‘কায়ামত কি রাত’ টিভি সিরিয়ালটির।

ভাবছেন, কীভাবে?

আসলে ‘মম’ ছবিতে নওয়াজের প্রসথেটিক মেক-আপ করেছিলেন মার্ক ট্রয় ডিসুজা।

তিনিই মেক–আপ করছেন ‘কায়ামত কি রাত’–এর ভয়ংকর দেখতে তান্ত্রিক অর্থাৎ অভিনেতা নির্ভয় ওয়াধওয়ার। নির্ভয় নিজেও আপ্লুত মার্কের মেক–আপ নিয়ে।

বিচারক

সঞ্চালক পাওয়া গিয়েছে, প্রতিযোগীদের নাম দিতেও বলা হচ্ছে, কিন্তু বিচারকই পাওয়া যাচ্ছিল না!

অদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে শেষপর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পেরেছে সাব টিভি–র নতুন রিয়ালিটি শো ‘ইন্ডিয়া কে মস্ত কালান্দর’।

গায়ক মিকা সিং এবং নৃত্য বিশারদ গীতা কাপুরই বসবেন বিচারকের আসনে। আপাতত তাই স্বস্তি।

মিকাকে শেষবার টিভিতে বিচারক হিসেবে পাওয়া গিয়েছে ‘সারেগামাপা’তে। আর গীতা শেষবার বিচারক হয়েছেন ‘সুপার ডান্সার’–এর।

জলকেলি

গোয়া গিয়েছিলেন সম্প্রতি। আর সেখানে অজস্র জলকেলির মুহূর্ত তুলে ধরলেন ‘বিগ বস–১১’–র প্রতিযোগী হিনা খান।

স্বামী রকি জয়সোয়ালের সঙ্গে হিনা–র অন্তরঙ্গ ছবিগুলি ইতিমধ্যেই দারুণ জনপ্রিয়তা পেয়েছে ইনস্টাগ্রামে। হিনা এই ছবিগুলির শিরোনাম দিয়েছেন ‘গোয়া ডায়ারিজ’ লেটস সুইম।’

বদল

সবে নতুন সিরিয়ালের সম্প্রচার শুরু হয়েছে। এর মধ্যেই সিরিয়াল ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তারকা শিল্পী পুনম ধিলন। সিরিয়ালের নাম ‘দিল হি তো হ্যায়’।

কিন্তু কেন? পুনমের জবাব তার চরিত্রটি যেভাবে এগোচ্ছিল, তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। পুনম এখানে কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্রাভিনেতা করণ কুন্দ্রা–র মা হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রেম কাহিনিতে ‘মা’–এর ভূমিকা মুখ্য নয়। তাই বেরিয়ে গেলেন পুনম। তিনি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে চান। পুনমের বদলে যোগ দিয়েছেন রাজেশ্বরী সচদেব। তাঁর মতে, সবে তো একদিন শুটিং করেছেন। ভালই লাগছে।